ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান২৭ বোনা আউশ মৌসুমের জন্য লম্বা ধান গাছের একটি জাত। জাতীয় বীজবোর্ড ১৯৯৪ সালে এটি জাত হিসাবে অনুমোদন প্রদান করে। ব্রি ধান২৭ বোনা ও রোপা দুভাবেই আউশ মৌসুমে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী ।

ব্রি ধান২৭

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আগাম জাত।
- গাছের উচ্চতা ১৪০ সেন্টিমিটার।
- গাছের গোড়ার দিকে পাতার খোল কিছুটা বেগুনী রঙের।
- গাছ উচু হলেও ঢলে পড়া প্রতিরোধ করতে পারে।
- চাল মাঝারি মোটা।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮%।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১১৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান২৭ হেক্টর প্রতি ৪.০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ বপন ঃ** ১০ চৈত্র-১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-৩০ এপ্রিল)। তিনভাবে বীজ বোনা যায়- ছিটিয়ে, সারি করে এবং ডিবলিং পদ্ধতিতে ।

২. **বপন পদ্ধতি ও বীজের পরিমাণঃ**

২.১. সরাসরি বীজ ছিটিয়েঃ এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর বা ৯-১০ কেজি/বিঘা ।

২.২. সারি করেঃ সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং ৪-৫ সেমি গভীর সারি করে বীজ বুনতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর বা ৬-৭ কেজি/বিঘা ।

২.৩. ডিবলিং পদ্ধতিতেঃ ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর বা ৩-৪ কেজি/বিঘা ।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৩.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
২০	৭	১০	৫	০.৭

৩.২ ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি চারা গজানোর ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম।

৪. **আগাছা দমন ঃ** বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সময়মত আগাছা দমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৮০-১০০ ভাগও কমে যেতে পারে।

৫. **রোগবালাই দমন ঃ** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

৬. **ফসল কাটা ঃ** ২০ আষাঢ় থেকে ২০ শ্রাবণের (৪ জুলাই-৪ আগষ্ট) মধ্যে ধান কাটা যায়।

মন্তব্য ঃ অপরিপক্ক ব্রি ধান২৭ ধানের মাথায় বেগুনি রঙের একটি ফোটা থাকে কিন্তু ধান পাকার সাথে সাথে এ ফোটা ঝরে পরে যায়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd